HATXORA Magazine Bangladesh
Independence Day Issue
হাতখোরা ম্যাগাযিন
শাদিনোতা দিবশ শংখা
২৬শে মার্চ ২০২২

Published by – Shegun Bagicha, Dhaka Bangladesh

PDF and Flipbook copies downloadable free from Exit | ZAMOSC-PDS (prondriveschool.com)

Hard copies available on request from aminrahman43@gmail.com at following price

RRP – BDT 50 | US$ 2 | AU$ 2 | BP 1 plus P &P

Payment may be made by PAYPAL at aminrahman43@gmail.com

Editor-in-Chief & Coordinator	**Amin Rahman**
Siloti Editor	**Fatema Farid Bithi**
Transliteration into Phonetic Bangla	**Amin Rahman**
Layout and Illustration	**Amin Rahman**
	Fatema Farid Bithi
	Aniruddha Bhattacharya
Contact for submitting contributions	**faridfatema08@gmail.com**

Contributors to this issue

Dr Muhammad Zafar Iqbal Science Fiction writer & Retired Professor	Husne Alam Retired Professor	Kazi M Huque Retired Engineer
Mehreen Ahmed, International Author	Dilruba Shahana Writer/Columnist	Fatema Farid Bithi School Teacher
Samir Alam PhD Researcher	Masudur Rahman School Teacher	Quazi Fareq Ul Huq Student of class VIII

সূচিপত্র/ Table of Contents

Sl.	Contents	Author	Page
	Editorial	Amin Rahman	
	সিলোটি		
	বুমিকা	ফাতেমা ফরিদ বীথি	
	গল্পো		
১	আমি তোফু	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১
২	হারু আর বারু (হুস্নে জাহান খোইসোইন)	যানা- হুনা গল্পো	৩
৩	আমার বারিন্দাত যোংলি অর্কিড	মেহরীন আহমেদ	৫
৪	আসানোখ খোলাগাস	মাসুদুর রহমান	৭
	রান্দা শিকানি		
৫	সুঙ্গা হিদল হুটিক	সংগ্রহ	৯
৬	সিলোটোর হাতখোরার আসার	ফাতেমা ফরিদ বীথি	৯
	কোবিতা		
৭	অ্যাখ খোরাফ দিন	কাযি মাহবুবুল হক	১১
	লিখা		
৮	সিলোটি বাশার বোইশিশেটা: শুর-টান	সামির আলম	১২
৯	রোবিন্দ্রোনাত সিলোটো মোনিফুরি নাস ও মুযতোবা আলিরে ফাইলা	দিলরুবা শাহানা	১২
১০	আও সিলোটি বাশা রে যাগাই	ফাতেমা ফরিদ বীথি	১৩
১১	বোই বিশোয়ে আলোসোনা	কাজী ফারিক উল হক	১৪
	English		
	Stories		
12	Tit for Tat	Husne Jahan	16
13	The wild orchids in my balcony	Mehreen Ahmed	17
	Poetry		
14	A bad day	Kazi Mahbubul Huque	19
	Essays		
15	The Trilingual Siloti Dictionary	Quazi Fariq Ul Huq	20
16	Excerpts from the Trilingual Siloti Dictionary	Amin Rahman	21
17	Rabindranath came to Sylhet	Dilruba Shahana	22
	Notices		
18	Online Nagari script course	Sylheti Language Society	23
19	Contributions for the next issue of Hatxora	Fatema Farid Bithi	25

Editorial

When we published the first ***Trilingual Siloti Dictionary*** last December with the principal aim of revitalising the Siloti language, some readers suggested that we start a quarterly magazine in Siloti that would help in reaching this goal faster. So, here is the very first issue of the ***Hatxora Magazine*** which is being published on the Independence Day of Bangladesh, 26/3/2022. It is the first magazine in Siloti meant for Siloti, as well as, non-Siloti children who are residing and studying in Sylhet. It is packed with goodies.

This issue contains four stories in Siloti. It starts with the first episode of Professor Dr. Muhammad Zafar Iqbal's famous story - আমি তোফু. That is followed by a well-known Bengali folktale হাক্ল আর বাক্ল narrated by former Professor of English Husne Alam, now living in California, USA. The next story by Author Mehreen Ahmed, a famous international fiction writer, residing in Queensland, Australia, was specially written for this magazine. In it she tells her experience about her first visit to her husband's parents' house in a beautiful village in Sylhet. Finally, Masudur Rahman of Netrokona, tells an occult story about a snake and a banana tree.

The magazine also contains two Siloti recipes by Fatema Farid Bithi, a poem by Engineer K M Huq living in Seattle, USA, and four articles, including one by a well-known Bangla columnist, Dilruba Shahana, about Tagore's visit to Sylhet, and another one by young Samir Alam, who was born and brought up in the USA, and learned Siloti via Zoom from Fatema Farid Bithi. He is now a fluent speaker of Siloti and doing his PhD research on this language. There is also a discussion of the Trilingual Siloti Dictionary by Fariq, a student of Class VIII in Silot. Some of the stories and articles also have their English translations, which may be used to learn English. Hope you enjoy the magazine and will think of contributing for the future issues of the magazine.

As mentioned above, through this magazine we hope to revitalise the Siloti language, which at one time had its own written script, called the ***Nagari*** script. It was used to write ***Puthis***. Incidentally, the Sylhet Language Society in London is trying to train people in the use of Nagari script by running online courses. At the end of this magazine, under the heading - **Notices**, you will find an advertisement.

Note that we have not used Bangla spellings for writing Siloti text. Instead, we have spelled them phonetically so that non-Silotis can get the correct pronunciations of Siloti words. You should not try that while writing Bangla!

Finally, my plea to you all Silotis, young and old, is to love and appreciate your mother tongue. Speak it proudly and write in that language to your friends and relatives. Do not let it perish like other regional languages, which are dying in different parts of the world due to neglect and inadequate usage.

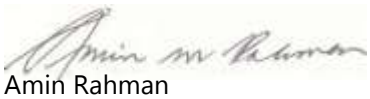

Amin Rahman
Editor-in-Chief

সিলোটি

বুমিকা

ফাতেমা ফরিদ বীথি

আমরার সিলোটি ওবিদান (Trilingual Siloti Dictionary) শোবোর খাসে বালা লাগসে আর লাগেরও দেকিআ আমরার আরোখটা খাম খোরার খুআইশ যাগ্সে। আশা খোরি ইটাও শোবোর বালা লাগবো। ইটা ওইলো "হাতখোরা" নামোর মেগাযিন। ইটাও সিলোটি ওবিদানের লাখান ওনলাইনো ফাইবা, আশা রাকি। ওউ মেগাযিনো সিলোটোর শব শুন্দোর যিনিশ গুলান ফাইবা। সিলোটি খানি তাকি শুরু খোরিআ, মেমানদারি, থাখা, গান-বাযনা, কিচ্চা-কাইনি সিলোটি হক্কোলতা যে থুরা আলাদা, ইকান যানতে ফারবা। আমরার সিলোটি ওবিদানো যেলান খোইসলাম, শোবোর সিলোটি বাশা বুযতে দিগদারি বা অশুবিদা ওইতো নায়। ওউ মেগাযিনো থাখবো: ডক্টর মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের খুব শুন্দোর অ্যাখ গল্পো সিলোটি বাশায় খোরা। আর থাকবো, কুন আনায - কুন মাস দি বালা লাগবো, কিলান ফাক খরোইন। খালি ইতা নায়, ফাখানিত গেসোইন- কিলান যাইতা আর কুন যাগাত খাইতা ইতাও থাখবো আবার কিসু যিনিশ যেতা আগে আসলো কিন্ত ওখোন আর ওয় না। এমন কি, কিসু আসে মাইনশের মুক তাকি হুনা হাসা গল্পো। ফোর্তেখ অম্পোলোর মাইনশের নিযোর কিসু আসার-আসরোন, দ্যান-দারোনা আসে। ওউ ম্যাগাযিনের মাইদ্দোমে আফনেরা সিলোটোর শোংস্কৃতি কিসুটা যানতে ফারবা। হ্যাশে এখটা খোবিতা খোইরাম, ইক্টা শোবে ফরসোইন। আমি সিলোটি বাশায় দিরাম।

খোম্লা ফুলি খোম্লা ফুলি, খোম্লা লেম্বুর ফুল।
খোম্লা ফুলির বিআ ওইবো,খানো মোতির দুল।
কুন খানো থাখো খোম্লা ফুলি? সিলোট আমার গর।
টিয়া খোইরা দেখতে যাইবা ডানাত দিআ বর।

আমি খোবিতাটা এর লাগি দিলাম যাতে খোরি আফনেরা বুযতে ফারোইন "হাতখোরা" নামোর মেগাযিন সিলোটি ওইলেও ইক্টা হখোলের।

গল্পো

আমি তোফু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

(ওনুবাদ - ফাতেমা ফরিদ বীথি)

কুন্তা বুযার আগেউ তোফুর যিবোনটা আখতা ফাল্টি গ্যালো হারা যিবোনের লাগি। অস্তে অস্তে হ্যার হক্কোল আত্তিও শোযন দুরে হোরি যাইরো। অ্যাখ শোমোয় হ্যা টের ফাইলো যে, হ্যা অ্যাখদম অ্যাখলা। মানে অ্যাক্কেরে অ্যাখলা। অ্যাখলা সাবালের খোশেটর যিবোনো দুস্তো ওইয়া আইস্লো কিসু আযোব কিসিমের লোগের দুস্তো। এরারে লোইয়া হ্যা কিতা ফার ওইতে ফারবো নি বোন্দু সারা নিশ্টুর ওউ যিবোনো?

'আমি তোফু' অ্যাখলা অ্যাখ ফুআর বাসিআ থাখার ইতিআশ। মায়া দয়াহিনের ইতিআশ আর বালা ফাওআর ইতিআশ।

অ্যাখলা অ্যাখলা

আমার নাম তোফু । ফুরা নাম অইলো আরিফুল ইসলাম তোফু । আমি বি.কে.শোরখারি হাই ইস্কুলো ক্লাস এইটো ফোরি। আমরার ক্লাসো অখোন আটসাল্লিশযন ফুআ ফুরি, এরমাযে আমার রুল নাম্বার ফয়তাল্লিশ। আমি বেশি উসা লম্বা নায়, মুটামুটি সুটোমুটো সাইয। আমার বয়োশ ত্যারো কিন্তু নিযোর খাসে মনে অয় আমার বয়োশ সাল্লিশের দারিদারি। আমি যানি খেউ খোতা হুনলে অ্যাখ ফুটা বিশ্শাশ খরতো নায়, খোইবো ক্লাস এইটো ফোরে অ্যাখ ফুআর খাসে আন্দাযি নিযর বয়োশ সাল্লিশ খেনে মনো অইতো? খোতাটা কিন্তু হাসা - আমি অ্যাখ ফুটা বারাইআ খোইরাম না। আমার আব্বা যখোন গারি এখসিডেন্টে মারা যাইন হি শমোয় আমার বয়োশ আস্লো দশ, আমি তোখন ফোরি ক্লাস ফাইবো। এরবাদে তিন বসর ফার অইসে, অউ তিন বস্রে আমি তিন ক্লাস উফ্রে উটসি। কিন্তু আব্বা মারা যাইবার ফোর ফোত্তেখটা বসর আমার খাসে মনো অইসে দশ বস্রের লাখান লাম্বা - এখযোন মানুশ দশ বসোরে যেতা হিকার খোতা আমার অ্যাখ বসরে অতা হিকা আরম্বো অইলো। এরলাগি আমার শোব শমোয় মনো অয় গত তিন বস্রে আমার বয়োশ বারসে তিরিশ বসর। হেরলাগি আমি খোইস্লাম হক্কোল শমোয় আমার মনো অয় আমার বয়োশ সাল্লিশ। অ্যাখযোন সাল্লিশ বস্রের বয়শেকা মানুশে যেলান সিন্তা খোরে আমিও অলান মনো অয় সিন্তা খোরি - বোউত্তা বুরা মাইন্শোর লাখান। আমি যখন হাসারোই বুরা অইমু হি শমোয় কিতা যে অইবো খে যানে, আমি হাসা হাসা বুরা অইবার অনেখ আগেউ মনো অয় আমি মোরি যাইমু।

খেনে আমি অতো যোলদি বুরা মাইনেশার লাখান অই গেসি ইখটা খুব বেশি মানুশ যানে না। যারা আমারে বাইরে তাকি দেখে তারা মনো খোরে আমার আব্বা মোরি যাইবার ফোরে আমি নশেটা অইগেসি। হিক্টা তারা বাবতেউ ফারে, আমি তারারে এখযেরা দুশ দেই না। আগে আমি লেখাফোরাত খুব বালা আস্লাম, খালি যে ফোরিক্কাত্ ফাশ্ট অইতাম, ইটা নায় যে সেগেন্ড অইতো হে কুনো শমোয় আমার দারেদি আইতে ফারতো নায় । অখোন আমার ফোরিক্কাত্ ফাশ খোরা লোইআউ যামেলা। আটসল্লিশযন ফুআফুরির মাযে কুনোমতে টানিআ টুনিআ আমি অইসি ফাচ্চাল্লিশ নাম্বার। আমার মনো অর শান্নোর বসোর আমি ফাচ্চলিশ নাম্বারও ওইতাম ফারতাম নায়, ক্লাস এইটোউ আটকি তাখমু। অংকো সারা আর কুনো বিশোয়উ আমি ফাশ খোরতাম্ ফারতাম নায়। আমি যে খালি ফোরালেখাত খারাফ অইসি ইখটা নায়, আমার আসার আসোরোন, সোরিত্র হক্কোলতা খারাফ অই গেসে। আমি খেউর লোগে বালা খোরি মাতি না, কুব শোওযে মাইনশেরে গাইল দিতাম ফারি - বোরো বোরো খারাফ গাইল আমি হিকি লাইসি। খালি যে গাইল্লাইতে ফারি তা না, মারা মারিও খোরতাম্ ফারি। আমার শোরিলো যে কুব শোখতি তা কিন্তু নায়। মারা মারি খোরার লাগি আশোলে গতোরো শোখতির দরখার অয় না, যেখটার দরখার ইখটা অইলো শাওশ। ইটা

আইযখাইল আমার বালাই অইসে । উফ্রের ক্লাসোর ফুয়াইন্তেরে আমি মাযে মোইদ্দে কুদাম দিলাই। আমরার ক্লাসোর বালা ফুআইন আমার দারোউ আয় না, আর ফুরিন্তের খোতা তো সারিউ দিলাম – আমি যোদি কুনো শমোয় তারার সোউকের বাইদি সাই তাইলে তারা বুদোয় ডরাইআ বে খোরিআ খান্দি লাইবো।

আমি মোয়লা খাফোর ফোরিয়া ইস্কুলো আই, সুল থাখে আউলাযাউলা, মুকোর মাযে হারা শমোয় অবাগার বাব থাখে, আমারে দেখলে আইযখাইল খেউ খোলফোনাউ খোরতে ফারতো নায় যে আমি এখ শমোয় ইস্কুলোর খুত নাই ওলান এখটা বালা ফুআ আস্লাম। কোবিতা আবৃত্তি খোরতাম, ডিবেইট খোরতাম, এমোঙ্কি ইস্কুলোর বারশিক নাটোখও আমি হুরু রাযফুত্রোর অবিনোয় খোরিয়া রুফার মেডেল ফোর্যোন্তো ফাইস্লাম । আমার বোরো আফা কিম্বা আমার বোরো বাইয়া অখোন ফোর্যোন্তো খুত নাই বালা ফুরি আর খুত নাই বালা ফুআ, খালি আমি অইন্নো লাখান। আমার বোরো আফার নাম ইশিতা, অখোন ইনবারসিটিত ফোরোইন। শারি ফোরিয়া আফা যে শমোয় ইনবারসিটিত যায় তখোন ফারার ইনবারসিটিত - কলেয যাওরা ফুয়াইন আ খোরি সাই থাখে আর লাম্বা লাম্বা শাশ ফালায়। আমার বাইআর নাম রাযিব, হে যয়োন কলেয তাকি আইআ এখটা টি শাট ফোরিআ ক্রিকেট বেট লোইআ খেলাত বাইর অয় হি শমোয় খোম বয়োশি ফুরিন্তে সোউকের কুনাদি হের বাইদি সাইআ এখযোন আরেখযোনের লোগে খানাখানি খোরিআ মাতিআ খিখি খোরি আশে। খালি আমি অইন্নো লাখান- আমার বাইদি খেউ গুরিআও সায় না। যেরা আমারে বালা খোরি সিনে না তারার মনো অয় আমার আম্মার দুই ফুআ-ফুরি, আফা আর বাইআ । আমি তারার দুশশম্পরকোর কুনো গোরিব আত্তিওর নষ্ট অই যাওআ ফুআ আর তারা দয়া খোরি আমারে তারার বাসাত থাখতে দিসোইন। ফতোম ফতোম আস্তা বেফারটা লোইআ আফা আর বাইআ অশোশ্তির মাযে থাখতা, আইযখাইল থাখোইন না। অনেখদিন অইসে মানিয়া নিসি - দোরিআ লোইসি এরা আমার আম্মার আশোল ফুআ-ফুরি আর আমি তারার আফোন বাই অইআও বারা এখযোন মানুশ ।

ইতার আরম্বোটা আস্লো খুব খোশেটর। আব্বা মারা যাইবার ফোয়লা দাক্কা শাম্লাইয়া আমরা ফোয়লা যেদিন খাইতে বোইসি হউ শমোয় দেখসি আম্মায় কিচ্চু খাইতে ফার্রা না। প্লেইটের খানি সানাসানি খোরতে খোরতে ওটাত খোরি শারির আসোল দিয়া সোউক মুস্লা। হিকান দেকিআ আমরারও ফানি আইল্লো, আব্বা যে সিআরটাত খাইতে বোইতা হউ সিআরটা আসে কিন্তু আব্বা নাই বেফারটা সিন্তা খোরিআ আমার বুকোর বিতরটা খিল মারিআ দোরলো। আমিও শোইজ্জো খোরতে না ফারিআ ডুখরাইআ খাইন্দিআ উটলাম । আম্মায় তখন সোউক্ সুটো খোরি সাইআ খোইন, ''তোফু তুই খান্দোস কিতার লাগি? ''

আমি খান্তে খান্তে খোইলাম,

''আব্বার খোতা মনো ফরসে আম্মা ।''

আম্মার সোউক্ টাইন আসোম্খা যোইল্লা উটলো, মুখ শোখতা খোরি খোইলা, “শাব্দান ডং খোরিস্না।''

আম্মার খোতা হুনিয়া আমি অত্তো অবাখ অইলাম যে আমি খান্দা বুলি গেলাম, আমি তাইজ্জব অইআ আম্মার বাইদি সাই রইলাম। আম্মায় সিল্লাইআ খোইন, ''বাফ্রে মারিআ আইআ ইকানো বোইআ অখোন ডং খরোস? যানুআরোর বাইচ্চা।''

আম্মারে আসোম্খা দেখিআ আমার কিলান যানি ডর লাগলো, মনো অইলো আমি তাইন্রে সিনি না। আমি আসলাম হখোলের সুটো ফুআ, আব্বা আম্মা আফা বাইয়া হখোলে শব শমোয় আমার লোগে আল্লাদ খোরসোইন, মায়া খোরসোইন; দমোখ দেওআ তো দুরের খোতা কুনো শমোয় খেও উসা গলায় মাতসে না ফোরযোন্তো! আর আম্মায় অখোন আমারে যানুআরোর বাইচ্চা খোইয়া গাইল্লাইরা? খোইরা আমি আমার আব্বারে মারিআ আইসি?

খানির টেবিলেও আফা বাইআ আর আমি আম্মার বাইদি তাইজ্জব অইআ সাই রোইলাম।

আফায় খোইলো, ''কিতা খোইরায় আম্মায়?''

আম্মায় সিল্লাইয়া খোইলা, ''বুল খোইসি নি আমি? তুম্রার আব্বায় কি অউ বদমাইশটার লাগি ক্রিকেটোর বেট কিনাত্ গিআ মোরি গেসোইন না? ক্রিকেটোর বেটের লাগি যোদি সাতাইতো না তাইলে লুকটা বাসিআ থাখতো না?"

ইখটা হাসা খোতা, আমি খয়দিন দোরি আব্বারে খোইস্লাম বালা দেকিআ এখটা ক্রিকেট বেট কিনিআ দিবার লাগি, আব্বা হিদিন অফিশ তাকি আইআ আমারে লোইআ গেস্লা গুলশান মার্কেটো। বেট কিনিআ আওআর শমোয় উল্টাদিক তাকি এখটা গারি আসোম্খা উরিআ আইলো এরবাদে আমার কুন্তা মনো নাই। এরবাদে যখোন হুশ আইলো দেখসি আমি এখটা বাঙ্গা গারির নিসে সাফা ফোরা মানুশরে দোরিআ সিল্লাইরাম। মানুশটা আমার আব্বা, কিন্তু রোখতে বাশিআ তাইন্রে সিনা যার না। আব্বা যোদি হিদিন আমারে লোইআ বেট কিনাত না যাইতা তাইলে হাসাউ আব্বা বাসিআ তাখতা।

আফায় আত দিআ আম্মারে দোরিআ খোইলা, ''কিতা খোইরায় আম্মা? তোফুর কিতা দুশ? ইখটা তো এখটা এখসিডেন !''

''এখসিডেন?'' আম্মা টেবুলো এখটা বারি মারিআ খোইন, "তাইলে অউ শোয়তানোর বাইচ্চার কুন্তা অইলো না খেনে? হের শরিলো এখটা সিরাও ফোরলো না আর তোর বাফ ইস্পট ডেড - ইখটা কুন দোরোনর এখসিডেন?"

আমি তাইজ্জোব অইআ আম্মার বাইদি সাই রোইলাম আর মনোর মাযে আইরো আব্বার লোগে হি শমোয় আমি খেনে মোরি গেলাম না!

আম্মা আমার বায়দি ইংস্রোর লাখান সাইআ সিল্লাইআ খোইলা, ''শোয়তানোর বাইচ্চা, দুর অই যা আমার সোউকোর শাম্নোর তাকি। হোরি যা অখোনাউ, নাইলে আমি তোরে খুন খোরি লিমু!''

এরবাদে কুন্তা বুযার আগেউ আম্মায় আমার বায়দি ফানির গল্লাস ইটা মারি দিলা, আমি মাতাটা হরানির সেশটা খোরলাম কিন্তু কুনো লাব অইলো না। খাসোর গল্লাস আমার খোফালো লাগলো। আমি দুক ফাইলাম কি না বুদ ফাইলাম না, এখ্খারে ডরাইআ আম্মার বায়দি সাই রোইলাম। আফায় দোউরাইআ আইআ আমারে আন্দামারি দোরিআ হরাই দিলা, আমি খাফ্রাম তখোন।

আফা আমারে শখতো খোরি দোরিআ রাখসে, খোইরো, ''হক্কোলতা টিক ওইযিবো তোফু। হক্কোলতা টিক ওইযিবো।"

আমি বাঙ্গা গলায় খোইলাম, "আফা, আম্মায় ইলান খোররা খেনে?"

''খুব বোরো শক ফাইসোইন তো।''

"আমার ডর খোরের আফা, খুব ডর খোরের।''

''ডরোর কিচ্চু নাই। শব টিক ওইযিবো তোফু। দেকিস হক্কোলতা টিক ওইযিবো।''

সোল্পো -

হাক্লু আর বাক্লু

যানা-হুনা গল্পো - হুস্নে জাহান খোইসোইন

(ওনুবাদ - ফাতেমা ফরিদ বীথি)

অ্যাখ গেরামো থাখতা অ্যাখ গোরিব মুরুব্বি তাইনোর দুই ফুআ লোইআ, হাক্লু আর বাক্লু। তানোর তিনটা যিনিশ শম্বোল আস্লো। অ্যাখটা গাই, অ্যাখটা নাইকোল গাস আর অ্যাখটা সাদ্দোর। অ্যাখদিন মুরুব্বিএ তানোর দুই ফুআরে ডাকিআ খোইলা- ও আমার ফুতাইন, তুমরা যানো খেউ হারা যিবোন বাসিআ থাখে না। আমার শোমোয় আইচ্চে দুনিআ সারিআ যাইবার। আমি সাই তুমরা আমার যেতা আসে ইতা বাট খোরিআ অ্যাখ লোগে ওউ গরো থাখতায়। ওউ খোইআ মুরুব্বির দম গ্যালো গিআ।

দুই ফুআয় যেল্লা তারার বাফরে মাটি দিআ আইসে, তখোন বরো বাই বাক্লু এ খয়,

"দ্যাখ হাক্লু, আব্বায় যেতা যেতা রাকিআ গেসোইন, ওতা আমরা বাগ খোরি লাই। তুই দেকিআ রাখবে গাইএর শাম্নের বাযু আর আমি দেখমু ফিস্ বাযু। নাইকোল গাসোর আগা বাযু খেআল রাখমু আমি আর গুরা বাযু দেখবে তুই। আর সাদ্দোর তুই শখালে উরবে আর রাইতকু আমি উরমু।"

বাক্লুর বাট খোরার বুদ্দিটা হাক্লু খুশি মোনেই মানিআ লোইলো। ফোরের দিন খালাইন্জি বেলা, হাক্লু গোরুরে গাশ আর সন খাওয়াইতে গ্যালো। থুরা শোমোয় বাদে বাক্লু আইআ গাই এর দুদ দুআনি আরোম্বো খোরি দিলো। তার বাদে বাক্লু গরের বিত্রে দুদ লোইআ গিআ খাই লাইলো, অ্যাখ ফুটা দুদ দিলোনা হাক্লুরে।

মাদান ব্যালা, হাক্লু নাইকোল গাসোর সাইরো দিক ফোরিশ্কার খোরাত লাগি গ্যালো। থুরা শোমোয় বাদে বাক্লু গাসো উটিআ ডাব খোতোটা ফারিআ লোইআ গোরোর বিত্রে হামাই গ্যালো। আর অ্যাখলা বোইআ ডাবোর ফানি খাইলো, ওউ ডাবোর বাগও দিলো না হ্যার বাইরে।

এর বাদে, হাক্লু অইন্নো খামোর মতো আরেখ খাম মাদানকু সাদ্দোর বার খোরলো রোদিত দিবার লাগি। মোয়লা যার্লো আর হুকাইবার লাগি রোশির মাযে ম্যালাইআ দিলো। হাইন্জাবেলা হ্যা সাদ্দোর গরের বিত্রে আনিআ, বিস্নাত বিসাইয়া রাখলো। যেল্লা বাক্লু হুতিবার লাগি গরো আইলো, হ্যা আইআ আস্তা সাদ্দোর মুরি দিআ গুমাই গ্যালো। অ্যাখ কুনা ফর্যোন্তো সারিআ দিলো না টান্ডার মাযে হাক্লুর গতোর ডাখার লাগি।

ওউ অ্যাখই লাখান সল্তে থাখলো বাক্কাদিন। হাক্লুর মনটা নারায ওই গ্যালো। হ্যা না ফাইরো গোরুর দুদ, না ফাইরো খাইতে নাইকোল আর নাইকোলের ফানি, না আসে রাইতের ব্যালা উর্বার লাগি সাদ্দোর।

হাক্লু হ্যাশে গ্যালো গেরামের বুদ্দিমান মানুশের খাসে উফোদেশ নিবার লাগি।

ফোরের দিন শোখাল বেলা, বাক্লু যেল্লা দুদ দুয়াইতে গ্যালো, হ্যাল্লা হাক্লু গাইএর মাতাত বারি মারা শুরু খোরি দিলো। গোরুএ ফাও দিআ লাত্তি মারা শুরু খোরি দিলো। বাক্লু খোইলো হাক্লুরে যে গোরুরে না মারার লাগি। হাক্লুএ খোইলো,

"খ্যানে, শাম্নের দিক আমার। ওখোন আমার যেতা ইচ্চা আমি ওতা খোরমু।"

বাক্লুএ বুযলো ব্যাফারটা। তখোন বাক্লুএ খোইলো,

"আইচ্চারে বাই, খাইল তাকি আমরা দুই যনেই গোরুর শোক্কোল খাম খোরমু।"

ফোরে বাবলু নাইকোল গাসো উটলে হাবলু গাসোর দারো গিআ ব্যাখা সাক্কু দিআ গাসোর গুরি খাটা আরোম্বো খোর্লো।। বাবলু সিল্লাইআ খোইলো,

"ওই কিতা খোর্রে? ইলান খোরিস না। দেখরে নানি, আমি ফোরি যাইমু।"

হাবলু খোতা না হুনিআ সাক্কু দিআ গাসো মারতে মারতে খোইরো,

"বাই, গাসোর তলা বাযু আমার, এরলাগি ওউ বাযু দিআ যেতা খুশি খোরতে ফারি।"

তখোন বাবলু হাবলুর সালটা বুযিআ খোইলো,

"টিক আসে রে বাই, খাইল তাকি আমরা ফোরিশ্কার আর ফল দুইটাই এখলোগে বাগ খোরি নিমু।"

ওউ রাইত, বাবলু যখোন গুমাইতে গ্যালো, হ্যারে ডাখার লাগি সাদ্দোরটা লোইলো। হ্যা দেখলো ইক্টা আস্তা বিযা। হ্যা সিল্লাইআ খোইলো,

"কিতারে, তুই সাদ্দোররে কিতা খোর্সোস? বিযা খ্যানে? আমি কিলান ইক্টা দিআ গুমাইমু?"

হাবলুএ যুআফ দিলো,

"খ্যানে, দিনোর ব্যালা ইটা আমার আস্লো আর আমি ফানিত বিযাইআ রাখসিলাম, কিন্তু ওখোনো হুকাইসে না। তে আমি কিতা খোরতাম?"

বাবলু তখন হাবলুর সালাকিটা বুযিআ যোয়াফ দিল,

"টিক আসেরে বাই, হক্কোলতা লোইআ ওতো শার্তোফোর ওআর লাগি আমি মাফ সাই। খাইল তাকি আমরা দুইযোনেই দিনোর ব্যালা সাদ্দোররে ফোরিশ্কার আর হুকাইআ রাখমু। রাইত ওখটা দিআ আমরা দুইযোনে গুমাইমু। "

এরবাদে বাবলু আর হাবলু খুশ মেযাযে দিন খাটাইতে থাখলো।

আমার বারিন্দাত যোংলি অর্কিড

মেহরীন আহমেদ
(ওনুবাদ - ফাতেমা ফরিদ বীথি)

ডাখা তাকি আলিফুরো ট্রেইন আইসে মাইযরাইতে, বানুগাস ইস্সেস্টশোনো থামসে। আমি আমার লাগেজ লোইআ ট্রেইন তাকি নামি গেলাম। ইস্সেস্টশোনো দেখলাম এখটা মাঝবয়সী বেটা এখ সুটো ফুআরে লোইআ আমার লাগি অফেক্কা খোরের। আমারে দেকিআই তারা আমার বাইদি আগাইআ আইলো। ইখটা শীতের রাইত আস্লো, আর তারা খোম্বোল ফিন্দা আস্লো। রাইতের শমোয় খুআ আস্লো। আমরা এখযোন অরেখযোনরে সালাম দিলাম , যখোন বেটাএ আমার লাগেজ তুলের তখোন ফুআটায় আমরার শান্নের বাইদি দৌর মারিআ গেলো।

আমরা ইস্সেস্টশন তাকি বারাইআ আইসি। এখটা যিপ বারা খারা আসিল আর আগেদি ফুআ। বেটায় যিপ ইস্টাট দিআ সুটো রাস্তাত নামাই দিল। আমরা বানুগাস ইস্সেস্টশন ওইআ মোলই বাযার মোকুমার এখটা গেরামের বাইদি গেস্লাম। এক্কেবারে অন্দোখার, গারির হেডলাইট সারা রাস্তাত কুনো আলো আস্লো না। যিপ এখটা মুর লোইআই মেইন রোউড তাকি খাসা রাস্তাত নামি গেলো। ওউ যাওআর রাস্তাটা এখদম শুজা আস্লো না। রাস্তাটা খুব বাদ আস্লো। কিন্ত বেশি শোমোয় লাগসে না।

এখটা বাংলো-ইস্টাইলের শাদা বারির শান্নে যিপ থাম্লো। ইখটা আস্লো আমার হোউর বারি, আমি বেরাইতে গেস্লাম। যিপ থামতেই বেশ কয়েকযন বারোইআ আইআ আমারে সালাম দিল। তারা আমারে বিতরে লোইআ গেলো আর আমারে এখটা রুমো নিআ গেলো। যেনো আরাম খোরিআ বোওআর যাগা আস্লো। আমি হোউ রাইত খুব হেরান আস্লাম। এরলাগি তারাতারি আমি বিস্নাত গেস্লাম গিআ।

ফোরের দিন শোখালে আমি গুম তাকি উটসি, আমি বুযতে ফারলাম যে আমি শোবসে মায়ার গ্রামো আইসি। যে বারিত আমি রাত্রে রোইস্লাম হিক্টা আস্লো আশোল বারি। আমি বারা আইআ শান্নে আটতে লাগলাম, আর আমার শান্নে আরেখটা শুন্দোর বারি আস্লো - ইক্টা বাইরের দিকের বারি। ইস্সেস্টশনের ফুআটা ওউ বারির দারো উবাইআ আস্লো। আমি তারে দেকিআ আশিআ যিকাইলাম ওউ যাগাটা

কিতার? হে খোইলো, ইখটা টোঙ্গি গর।

"ইখটা মুল বারির অংশো নায় খেনে?", আমি যিকাইলাম। হে খোইলো যে ইক্টা মুল বারি তাকি আলাদা খরা ওইসিল খারোন এর এখটা উদ্দেশ্য আসিল। টোঙ্গির গর আসিল, যেনো আগের যোমিদাররা শালিশো বোইতা। তারা থাখতা মুল বারিত। হে আমারে আরও খোইসিল যে আগের যোমিদাররার আত্তি আর শেবরোলেট গারি আসিল। তারা যে খর আদাএ খোরতো ইতা আত্তির ফিটো খোরি আইতো। আমি ইতা হুনসিলাম যেমন ইটা এখটা আগের যুগের গল্ফো। কিন্তু ফুআটায় আমারে খোইলো যে ইক্টা মুটেও গল্ফো নায়।

টোঙ্গি গরটা আসিল যান খারা শুন্দোর। ইটা এখটা খাটোর বিল্ডিং আসিল যেখটার শুক্কো ফাতোর সাদ আস্লো। ফুরানা আমোলের ওআলের বদলা এর সাইরো বাইদি খাসোর গের আসিল আর ইক্টা গ্রামোর ফুকুর তাকি দেখা যাএ। ইনো এখটা বরো খুলা বারিন্দা আসিল, উসা গাসোর লোগে বান্দিআ রাখা ওইসিল। আমি বারিন্দাত বোইআ ফুক্রির শোবুয ডেউ এর উফ্রে শোখালের কুআশার বাইদি সাই রোইসলাম। আমার গ্রামোর বিত্রে দিআ বেরাইতে ইচ্চা খোরসিল। আমি হেরে যিকাইলাম হে আমার লোগে যাইবো নি। কুয়াশা শোরি যাইবার লোগে লোগে টঙ্গী গরের আইন্দার রাস্তাও ফোরিশ্কার ওই গেসে। শারা মাটও অখোন দেখা যাইরো। হে আমারে গ্রামো গুরাইতে লোইআ যাইতে রাযি ওইলো।

আমরা মাট ফার ওইআ মোনিফুরি ফারার দিকে গেলাম। আমি খেআল খোরসি যে তারার গরটাইন খোতোটা ফোরিশ্কার আসিল। তারা আস্লো তাতি যারা মোনিফুরি-ইস্টাইলের ইস্কাট আর টপ বানাইতো। আমি তারার কয়েকযোনের লোগে খুলা উটানো বোইআ আড্ডা দিলাম আর গ্রামোর ফিটা খাইস্লাম। আমরা যে শোমোয় যাইরাম গিআ, তারা আমারে এখটা মোনিফুরি ইস্কাট আর এখটা ব্লাউয লোগে দিসিল। এখটা খাফোর আমার খাসে যা মুইল্যোবান। তারার মেমানদারি আমার বালা লাগসে।

বারিত ফিরার শোমোয় ফোতো, আমি ফুআরে টোঙ্গি গর গিরিআ থাখা বোউত শুন্দোর গাসের খোতা যিকাইলাম। হে আমারে লম্বা বট গাসের ডালো বারিআ উটা যোংলি অর্কিডের শোবচেয়ে দেখার মতো যাগার গল্ফো খোইসিল। আমি নিযে না দেখলে বিশ্বাসই খোরলাম নাএ নে। ইক্টাইন শাদা রঙগের আস্লো - অর্কিড, বোহুত্তা এখলোগে বারিআ উটতো কিন্তু খুব খমোই, খারোন খালি ওউ গাসটাইনই তারার ডাল দিবো।

আমার মোনের মাযে আসিল গাসো উটিআ খোয়টা অর্কিডোর গাস ডাখাত যাইবার শোমোয় লোইআ যাইতাম। কিন্ত আমি বাবসিলাম যোদি আমি এখযোন যানা শুনা গাস বাওয়ার মানুশ খুযিআ ফাইলাই তাইলে ইটা এখটা বুদ্দিমানের খাম ওইবো। আর খে ? কিন্তু ওউ ফুআটায় আমারে খোইসিল যে হের কুনো অশুবিদা ওইতো নায়, হে আনিআ দিতে ফারবো। আমি ফোয়লা ডোরাই গেস্লাম, হের সুটো সুটো আঙ্গুল টাইন গাসের মাযে আখরাইআ দোরা দেখিআ। কিন্তু হে এখ ফলোখে উটি গেসিল আর তখোন গাসের উফ্রের তাকি আমার বাইদি লোরাইসিল ডাল টাইন। হে ডাল তাকি খোএটা শাদা অর্কিড সিরিআ মাটিত ফালাইলো আর আমি যেনো গাসের নিসে উবাই রোইস্লাম হিনো এখ গাসি ফালাই দিল।

ফুআটায় ফট খোরি কিসু শোমোয় বাদে নিসে নামি গেলো। হে কুনো দুকও ফাইসে না মাটিত ফোরার বাদে। আমরা অর্কিডটাইন্তেরে নিস তাকি লোইস্লাম, ইক্টাইন্তের যর সিত্রিয়া ফোরি গেস্লো। ইক্টাইনতোর লাগি আগে তাকি কিসু সিন্তাখোরি রাখসিলাম। আমি ডাখাত ইক্টাইন লোইআ যাইমু আর আমার বারিন্দাত রেলিংগোর নিসে যুলাইআ রাখা মরা ডালো সাফিআ দিমু। ওউ অর্কিডটাইন্তের বায়োবিও যর আসিল যেটা টিক মতো ফানি দিলে আসানোখ বাবে বাসি যাইবো।

ইক্টা দুইদিনের লাগি বেরানি আসিল, যেটা খুব তারাতারি শেষ ওই গেস্লো। ওউ যিপটাই আমারে আবার ইস্স্টেশনে লোইআ আইলো। আমি ড্রাইবার আর ফুআটারে টিপ্স দিয়া ডাখা যাওআর ট্রেইনো উটলাম। আমি ডাখাত ফৌসাই আর অর্কিড রুআনির লাগি কুনো অফেক্কা খোরতে ফারসি না।

আমি যেলান বাবসিলাম ঠিক ওলানই খোরসি। তারা আমার ফ্লেটো বারিন্দাত শুন্দোর ওইআ ফুটিআ উটসিল আর আমরার শোওরোর বারিন্দার ফ্লেটো মরা ডালো ফুল ফুটসিল। তারা আমারে হোউ যাদুগোরী যাগা-টোঙ্গি গর এবং গ্রামোর ফুকুরের খোতা মনো খোরাইআ দিলো।

আসানোখ খোলাগাস

মাসুদুর রহমান

লাইজ্জোদ্দিন আগোর খোতা। নেত্রোকুনার যেলার বারোআট্টা তানার মোল্লিকফুর গেরামোর ফুবফাশে আর দারাম বিলের ফোশ্চিমফারে এখটা আসানোখ খোলাগাস আসিল। মাইনশের মাযে ওউ গাস লোইআ যে খতো দরোনোর খোতা বারতা ও বিশশাশ আসিল তার কুনো টিকটিকানা নাই। খারোন অইলো ওউ গাসোর আতা, ডোগা বা কুনো কিসু খাটলেই রখতো বাইর অইতো। খালি কিতা ইক্টাই? অনেখ শোমোয় ওউ গাসের আশফাশে খেউ গেলে এখটা বিশাখেতা খালা শাফের তারা খাইআ যান লোইআ হে কুনোমোতে ফিরিআ আইতো। গেরামোর লুকযোনের দারোনা ওউ খালা শাফটা খোলা গাসটারে ফাআরা দিতো। এরলাগি যেইবেলাই খেউ গাসের খাসে যাহেতা, শাফের দৌরানি খাইআ বাগেতা। খেউ খেউ মোনে খোরতো ওউ গাসটা আযুব্রা (বুত ফেরোতের আস্তানা) আসিল। এসারাও কিসু কিসু বুরা মুরুব্বিরা বাবতো ইক্টা ওউ বংশোর (যে যোমির উফরে গাস) কারো শাফের হসোল। এখ খোতায় ইক্টা লোইআ যা মাইনশের মাযে খানাগুশা ও বাবনার কুনো শেষ অোল্লা না।

যাই ওউক, এখদিন এই রঅশ্শের যট খুলসিল এখ উযার (ওঝা) মাইদ্দোমে। কাইনি অইলো, কুনো এখ মোঙ্গোলবার দুইফোর বেলাত এখ উযা অউ গাসোর খানিদিয়া যাওয়ার শোমোয় তার ফিন্দোনের লোঙ্গি আসোম্খা বিযি গেলো। তখোনি হে বুচ্চে যে আশফাশে কুনো শাফে খাটা রুগি আসে। খারোন নিওম অইলো- যখোনি উযার খাসে কুনো শাফে খাটা রুগি আয়, তখোনি তার ফিন্দার খাফোর বিশেশ খোরিআ তার ফিন্দার লোঙ্গি বিযি যাইতো। যাই ওউক, উযা বাক্কা শোমোয় হিশাব কিতাব খোরিআ বুচ্চে যে ওউ খোলাগাস টাই রুগি। যোদিও ফোয়লা দিকে উযার ওউ খান্ডো খারখানা দেইক্কা শোবোর তারে মাতা ফাগলা খোআ শুরু খোরি দিসিল। তে ফোরে অস্তে অস্তে হক্কোলেই হেরে শাআইজ্জোও

খোরে। এর বাদে উযা এখটানা তিনদিন যার-ফুক, ফানি ফরা আর নানান যাতের গাস গাসরার রশখশ দিয়া গাসটা তাকি মানুশটারে বাইর খোইরা আনসিল। কিন্তু হে মানুশটার আর মাইনশের সেআরা আস্লো না, মানে হে মারাত্তোক রুগা-ফাত্লা আর দুর্বোল ওই গেসিল।

ফুরা সাইরদিন বোউত সিকিশশা টিকিশশা খোরার ফরে রুগি শুশ্তো অইসিল টিক কিন্তু তার শরোনশোখতি তেমন্টা খায খোরতো না। আখতা কিসু কিসু খোতা খোইতো যার কিসু বুযা যাইলেও বেশির বাগ খোতাই খেউ কিচ্চু বুযতো না। তার হক্কোল খোতার শারখোতা অইলো- তার নাম রাজোন কান্তি। তারার বারি হিন্ডআর মেগালোএর গারো ফাআরো কুনো এখ এলাখাত। হে তার দোনি বাফের এখমাত্রো ফুত। হারাদিন ফারার ফুআইন্তের শাতে আড্ডা দিতো আর গুরাগুরি খোরতো। কুনো এখদিন ফাআরি এলাখার ফুআইন্তের শাতে ফাআরি গাসের গাতার বিতরে ফাকির বাইচ্চা দোরতো গিআ বিশাখেতা শাফের সুবোল খাইলো। ডান আতোর খোজির উফরে শাফে খামোর দিসিল। শাতে শাতে অইন্নো ফুআইন্তে উযার লত (লতা পাতা দিয়ে এক ধরনের রশি) দিআ তার আত শোখতো খোইরা বাইন্দা দিসলো। কিন্তু এখদিনের বিতরেই বিশের যালাএ আত শারা শোরিলো বিশ সোরাই গেস্লো আর হাইঞ্জার ফোরে তার গিআন আরাইসিল।

এর ফোরে যে কিতা অইসল তার কিচ্চুই হে যানে না। বালা খোতা, তারার এলাখাত এখ আনারি খোবিরায সারা আর কুনো ডাখতোর টাখতোর কিচচু আসিল না। যাই ওউক, বাঙ্গা বাঙ্গা খোতায় হে যা বুযাইলো ইটা অইলো- হে তার দাদার কাসে হুনচিল যে, যোদি কুনো মানুশরে হাফে খাটে আর তারে বালা খোরা না যায়, তখোন শেশমেশ তারা খোলা গাসের এখটা বুরা (কলা গাছের ভ্যালা) বানাইআ রুগিরে এর উফরে তুলিআ, কিসু খানিদানি আর টেখা ফোইশা শাতে দিয়া বুরা বাশাইআ দিতো। সুটু এখটা মাটির বাশুনের উফরে রুগির টিকানাও লেখিআ দিতো যাতে রুগি বালা অইেল ফিরিআ আইতো ফারে। ওউ খোলার বুরা বাশতে বাশতে এখ শোমোয় উযার বারির গাটো গিআ তামতো। তখোনি উযার ফিন্দার খাফোর বিযি যাইতো আর হে বুযতো যে হের রুগি আইেস। আর ওউ বুরার শাতে শাতে শাফটাও যাইতো এর ফাআরাদার হিশাবে। হের বেলাত মনো অয় অলান কিচ্চু আইসে। এরফোরে হে আর কিচ্চুই মোনে খোরতে ফারে না।

তোবে এলাখার মোয় মুরুব্বিন্তে ওউ গটোনার বাকিটা বার খোরতে ফারসিলা। অনেখ মানুশই ই খোলার বুরা মোল্লিকফুরের উযা অখিল ফালের বারির ফিসে দেখসিল। তোবে রাজোনের দুরবাইগ্লো যে, খোলাগাসের বুরা যখোন মেগালোএর গারো ফাআর তাকি খংশো নোদি অইআ বিরাট ফোত ফার অইআ দারাম খালোর বিতোর অইআ অখিল ফালের বারির ফিসে বিল ফারে লাগে, তখোন আরেক রুগি দেখতে হে কিশুরগঞ্জে গেসিল। হোখান তাকি আওআর ফোতে আটহারার মুরো দুই এলাখার খাইজ্জার মাযে ফোরিআ উযা অখিল এখবারে যাগাত মোরি যায়। আর ইকানো বিলের ফানি খোমতে খোমতে খোলার বুরা হুক্কার মাযে আটকি যায়। আর ইবায়দি দিনের ফোর মাশ, আর মাশের ফোর বসোর যাইতে যাইতে বুরা তাকি খোলাগাস অই যায় আর রুগি গাসের লোগে মিশি যায় আর শাফটা গাসের ফাআরাদার অই যায়। যোদিও অেনখ খোতাবার্তা ও তোর্কাতোর্কির ফোরে গেরামোর শোবসে মুরুব্বি এখশো বিশ বসোর বয়োশ হিরোক বোকেশর মাইদ্দোমে অউ গটোনার রঅশেশা বাইর অয়। তোবে যে দিন রাইত রাজোন অউ কাইনি খোইসিল আর মুরুব্বিরার খোতাবার্তা হুনসিল হউদিন শেশ রাইত তাকি রাজোন নিরুদ্দেশ অই যায়। অনেখ খুযাখুযি কোইরাও তারে আর ফাওআ গেসে না। অউদিকে খোলাগাস টাও অস্তে অস্তে মোরি গেসিল আর এর ফোরে আর খেউ কুনো দিন শাফটার সায়াও দেখসে না। রুগি রাজোন, আসানোখ খোলাগাস ও বিশাখেতা খালা শাফের শেষ অইলেও মাইনশের মাযে ইস্টা লোইআ গল্পের অখনো ফোর্যোন্তো শেষ অইসে না।

রান্দা শিকানি

১ সুঙ্গা হিদল হুটকি

সিলোটি বোউত যিনিশোর মাযে সুঙ্গা হিদল হুটকি আরেখটা ওইতিজ্জো। ইক্টা সিলোটোর গেরামো খুব বেশি ওইতো।ওখোন ইক্টা অস্তে অস্তে আরাই যার গিআ। আমরা হখোলে সুঙ্গা ফিটার নাম হুনসি আর আইয আমরা যানমু সুঙ্গা হিদল হুটকি কিলান বানাইন।

যেতা যেতা লাগবো:

১| অ্যাখটা মাইয্যারা সাইযোর বাশ।
২| দুই খেযি ফুটি মাস।
৩| থুরা তেল - সুঙ্গার বিত্রে লাগাইবার লাগি।
৪| সার সামুসে আদা সামুস ওল্দি।
৫| খোলা আর নাইলে খাটোল ফাতা - মুক ডিফা দিবার লাগি।

কিলান বানাইবা:

- ফয়লা মাসগুনরে খাটিআ দোইআ, ফানি যোরাইতে দিতে ওইবো।
- এর মাযে বাশোর সুঙ্গার বিত্রে থুরা তেল মাখাইতে ওইবো।
- মাসোর ফানি যোরিআ হার্লে, মাসো সার সামুস দি আদা সামুস ওল্দি মাখাইআ রাখতে ওইবো।
- এর বাদে, সুঙ্গার বিত্রে টাইশা মাস হক্কোল্টি ডুকাইতে ওইবো। এমন বাবে সাফাইআ ডুকানি লাগবো, যাতে খোরি কুনু খালি য্যাগা না থাখে।
- তার বাদে, খোলা ফাতা আর নায় খাটোল ফাতা দি মুকো ডিফা লাগাইতে ওইবো।
- হ্যাশে, বারির খান্দাত কুনু বেরার মাযে আটখাইআ রাখতে ওইবো ১৫ তাকি ২০ দিনোর লাগি।
- ওউ হুটকির গেরান খুব বেশি এর লাগি, ফাক খোরার শোমোয় থুরা হুটকি দিলেই ওয়।

আরেক খান খোতা মনে ওইলো, বাশোর সুঙ্গা না ফাইলে মাটির হুরু খোল্শিত ইক্টা বানানি যাইবো।

ফাওআ গেসে: সুরন্জনার উন্দাল

---

২ সিলোটোর হাতখোরার আসার

ফাতেমা ফরিদ বীথি

যেতা যেতা লাগবো:

হাতখোরা -২টা (টুকরা খোরা)
শোরিশার তেল - ২০০ মিলি লিটার
শির্কা- ১০০ মিলি লিটার
সিনি - ১০০ মিলি লিটার
আদা- ১টা সুটো (কুসি খোরা)
রোশুন- ৩টা বরো কুসি/আস্তা কুআ)
ওলুদ গুরা- ১ সামুস
লাল মোরিস গুরা - ১ সামুস
লাল হুক্কা মোরিস- ৮/১০টা (আস্তা)
দোনিআ - ১ সামুস (আস্তা)
যিরা - ১ সামুস (আস্তা)
মেতি, খালি যিরা (সিম্টি ফোরিমান আস্তা)
লবোন - আদা সামুস

কিলান বানাইবা:

- ফোয়লা হাতখোরারে দোইআ টুখরা টুখরা খোরবা। লেবু যেলান খাটোইন ওলান টুখরা খোরবা কিন্ত মাযে দিআ আরেখ খাটা দিবা। হাতখোরার রশের দিক ফালাইতে ফারোইন আবার রাখতে ফারোইন। আমি ফালাই দেই খারোন ওইলো কুনো কুনো হাতখোরা তিতা ওইতো ফারে এর লাগি। এর ফোরে টুখরা টাইন্তের মাযে অল্কো ওলুদ লাগাইআ রোইদো দিতো ওইবো এখদিনের লাগি।
- ওখোন এখটা হারিত ফানি গরোম খোরতে ওইবো। হাতখোরাটাইন শিদ্দো এর লাগি গরোম ফানিত দিতে ওইবো। ৫ মিনিটের লাগি শিদ্দো দিআ, ফানি যার্তে দিতে ওইবো।
- আস্তা যিরা, দোনিআ, মেতি, খালি যিরা টালিআ আদা বাঙ্গিআ রাখতে ওইবো।
- ওখোন আরেখটা হারিত শোরিশার তেল গরোম খোরতে ওইবো। আগুন খোমাইতে ওইবো। তেল গরোম ওই গেলে আদা, রোশুন দিতে ওইবো। ইক্টাইন লাল ওই গেলে, হুক্কা মোরিস দিআ বাযতে ওইবো।
- এরফোর শিদ্দো দেওআ হাতখোরাটাইন দিআ লার্তে ওইবো।
- এরফোর শব মশ্লা: ওলুদ, মোরিস, যিরা, দোনিয়া, মেতি, খালি যিরা, সিনি, শির্কা আর লবোন দিয়া লার্তে ওইবো।
- এরফোর আগুন এক্কেবারে খোমাইআ রাখতে ওইবো। আদা গোন্টা বাদে যখোন তেল উফ্রে উটবো তখোন নামাইতে ওইবো।
- টান্ডা ওই গেলে খাসের বৈয়ামো বোরিআ রাখতে ওইবো। শোমোয় শোমোয় রোইদো দিলে ইতা আসার বাক্কাদিন বালা থাখে।

-

কোবিতা

অ্যাখ খোরাফ দিন

কাযি মাহ্বুবুল হক
(ওনুবাদ - ফাতেমা ফরিদ বীথি)

গ্যাস্লো ইস্কুলো
আস্লো টান্ডা দিন
নিস্লো না কুনু গরোম খাফোর
খোত্তো বরো বেক্কোল।

ডুখেলা কেলাসো
কুনু মাক্স সারা
যিকানি ওউলো, খ্যানে?
ন্যাওআ ওইলো খামো।

গ্যালো মাটোর মাযে
সাইস্লো দিতে দৌর
আস্লো না খেউ
ওইসে না মৌয।

আইলো গরো ফিরিয়া
সাইস্লো খর্তে ফোরিশ্কার
ফাইলো না কুনু শাবোন
এর লাগি লেখাও ওউ কোবিতা।

সিলোটি বাশার বোইশিশ্টো: শুর-টান

সামির আলম

আমি সামির আলম, University of Southern Californiaও বাশাতত্তে PhD খোর্রাম। হউক্টার মাযে, আমার গবেশোনার মুল বিশোয় অইলো শংখালোগু বাশার বর্নোনা ও পুনোরিয-যিবোন আর বাশার শুর বা ইন্টোনেশনর ব্যাবোআর। এর লাগি সিলোটি বাশা লোইআ আমার গবেশোনার আগ্রোও অইসে। যোদিও সিলোটি বাশার বর্নোনা খোরা অইসে, আরো বাক্কা খোরবার রোই গ্যাসে। তারফোরেও সিলোটি বাশাত শুরোর ব্যাবোআর প্রোমিতো বাংলার লোগে বোউত তফাৎ আসে। ওউ গত বসোর দোরিআ আমি বিতি আফার লোগে সিলোটি হিক্রাম। আমার আরো বাক্কা হিকবার তাখলেও, ওউ লেখার মাইদ্দোমে হখোলর লোগে বাশাতত্ত্বের ফোক্কো তাকি কিতা কিতা হিক্সি কিসু শেআর খোরতাম। আমার ই লেখার উদ্দেশেশা এমন নায় যে, আমার নোইআ কুনো আবিশখার দেখাইতাম। আলবৎ ফাটোখ অখোলতে সিলোটি বাশার ব্যাকরোন বালাটিকে বুযোইন, আবিশখারোর কিচ্চু নাই। আমার আশা অইলো ওউ বর্নোনাত হখোলোর নিযোর বাশা লোইআ বর্নোনা ও স্লেশন খোরিআ দেখা যাইবো সিলোটি বাশার ব্যাকরোনর যোটিলোতা ও শুন্দোর্যো দেখানি।

বাংলার নানান অন্সোলোর বাশার মাযে, শুরোর ব্যাবোআরের বাক্কা বৈসিত্রো আসে। বাইক্কোর মাযে কিতা শুর দেওআ অইরো ইতা নানান লাখান অয়। কিন্তু বিশেশ খোরিআ বাংলাদেশোর ফুব অন্সোলোর বাশার এখটা বোইশিশ্টো অইলো, ফরতেখ শব্দোর উফ্রেও শুরোর উসিলায় শব্দোর মানেটা ফাল্টি যায়। সিলোটি সারা, সাটগাইআ বাশাতো অয়, আর কুনো কুনো আদিবাশি বাশাতো অয়। সিলোটি বাশাত এখটা উদাওরোন দিরামঃ খালা। সিলোটি বাশাত ই শব্দটার তিনটা মানে আসে। প্রোমিত বাংলার ওউ তিনটা মানে আলগা খোরবার লাগি উইচ্চারনোর তফাৎ আসে ব্যাঞ্জনধ্বনিতঃ খালা (আত্মীয়), কালো (রঙ) আর কালা (যে খম হুনে)। কিন্তু সিলোটি বাশাত ওউ তিন মানেটার লাগি, লিকতে গেলে দেখা যায় যেন একই লাখান উইচ্চারন খরা যায়ঃ খালা। কিন্তু আশোলেই উইচ্চারণ খোরতে গেলে, দেখা যাইবো যে ফরতেখ মানেটার লাগি, আলগা শুর আসে, যে লেখাত বুযা যায় না। বাশার মাযে ইলাখানোর বাক্কা শব্দো আসে যার লেখার মিল তাখলেও খোইবার শোমোয় শুরের তফাত আসে। বাশার মাযে ইলাখানের আরো বোউত শব্দো আসে যেমোন (১) ভিসা (visa), (২) বিছা (পোকা), (৩) বিছা (কোমরের) (৪) বিছানা বিছা (তুই অর্থে)- এই সাইরোটাই সিলোটিতো বিসা খোয় কিন্তু শুরোর কিসু তফাত আসে ।

ইক্টা মাত যেলাখান অয় হিক্টা লোইআ Dr. Amalesh Gope আর Dr. Shakuntala Mahanta দুইযোন বাশাবিদে গবেশোনা খোরসোইন। কিন্তু সিলোটি বাশাত যেলান যেলান আলাদা অয় বুলিআ বাক্কা গবেশোনার রোইসে।

শুর সারা সিলোটি বাশার বাক্কা বৈসিত্রো আসে। আমার আশা অইলো আমার ফোরতেখ সুটো লেখার মাযে আরো কিসু শেআর খরা ওইবো। আগ্রোও তাখলে ফাশো তাকুউক্কা, আর যিকাইবার বা টিক খোরানির তাখলে আমারে ফাটাই দেউক্কা।

রোবিন্দ্রোনাত সিলোটো মোনিফুরি নাস ও মুযতোবা আলিরে ফাইলা

দিলরুবা শাহানা

এখবার কোবি রোবিন্দ্রোনাত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সিলোট আইস্লা। হি শমোয় সিলোট ব্যাঙ্গোলো আসিল না, আসিল আশামো। কোবি আইস্লা শিলোং ফাআরো ফাখানিত । হন তাকি ফাইলা সিলোট বেরানির

দাওত। শিলোং আর সিলোট দুইটাউ আশামের মাযে আসিল। শিলোং ফাআর তাকি সিলোট যাওআ শুযা আসিল না ইক্টাত ফোয়লা কোবি নিমরাযি আস্লা। সিলোটি মাইনশের বেযান যুরাযুরির লাগি কোবি রাযি ওইলা। রাযি অইতাও বা না খেনে কোবির আসিল ফাখানির খুব শখ। তাইন ৩৫টা দেশ গুরসোইন। রাযি না অইআ যাইবা খোই। সিলোট আইআ হযরোত শাহযালাল ওউ মাটিত রোইউ গেলা, ইবনে বতুতাও সিলোট আইস্লা, শাহযালালোর শাতে দেখা খোরবার লাগি । রোবিন্দ্রোনাতও আইলা। কোবিরে ফাইয়া রোইস কুতুব, গোরিব গোর্বা, ইন্দু মুসলমান শবে খুব খুশি অইলা । দাওত-মেমানদারি খুব দুমদামে অইলো। গান, নাস, কোবিতা ওবিতা নানানতা অইলো। কোবির দেখার সৌখ আসিল বরো সিকন। তাইন খালি দেখতাউ না, কিসু না কিসু খুযিআ বার খোরতে ফারতা।

সিলোট আইআ রোবিন্দ্রোনাত ফাইলা মোনিফুরি নাস আর সৈওদ মুযতোবা আলি (সৈয়দ মোজতবা আলি) । কোবির শামনে মোনিফুরি নাস নাচ্চিল মোনিফুরিরা। দিমা তালোর মোনিফুরি নাস কোবির বরো বালা লাগি গেল। ফরে তাইন (রোবিন্দ্রোনাত) অন তাকি মোনিফুরি নাসোর মাশেটার লোইআ গেলা শান্তিনিকেতোনো ই নাস হিকাইবার লাগি। মুযতোবা আলি ইসকুলো ফরতা তখোন তাইন সিটি লেখলা কোবিরে। শুরু অইলো দুইযোনোর মাযে সিটি সালাসালি। কোবির ডাখে আলি শাব শান্তিনিকেতোন গিআ ফৌস্লা। কোবির খোতায় মুযতোবা আলির মুকো তখোনো সিলোটি খমলার গন্দো (সিলোটি ডায়লেক্ট) লাগি রোইসে। শান্তিনিকেতোনো লেখাফরা শেশে বিদেশ গিয়া সৈওদ মুযতোবা আলি আরো লেখাফরা খোরলা, যার্মান গিয়া যার্মানির বাশা আরো নানান দেশোর মাইন্শোর মাত খোতা হিকি লাইলা।। ফরে শান্তিনিকেতোনো মাশেটারি খোরতা। ফোল্ডিত মুযতোবা আলি লেখোক ওইলা আর মাইনশে আইয ফর্যোন্ত তান লেখা বোই ফোরিয়া বরো মযা ফায়। সিলোট তাকি রোবিন্দ্রোনাত খুযিয়া ফাইআ তুলিআ লোইআ গেলা দুই তোফা জিনিশ - এখ মোনিফুরি নাস আর দুই সৈওদ মুযতোবা আলি।

আও সিলোটি বাশা রে যাগাই

ফাতেমা ফরিদ বীথি

সিলোটি বাশায় বোই ফাওআ খুবোই খোটিন আর ওন্লাইনোও খুযিআ ফাওআ মুশকিল। ওউ বোই তান্-তানোর লাগি বালা ওইবো যারা ফরাশুনা আর সাখ্রির লাগি সিলোটো আইসোইন আর থাখ্রা। বোউত সাত্রো যারা সিলোটোর বাইরের তাকি আইসোইন ফরাশুনার লাগি, বাশা বারিত আর নায় কুচিং সেন্টারো হুরুতাইন্রে ফরাইতে যাইন। মাত না বুযার খারোনে তারা বোউত শোমশশাত ফরোইন। হিব্বার, বাইর তাকি ফোসুত অতিতি আইন বেরানিত। হেল্লা তান্তানোর আরো বালা লাগবো সিলোট্রে, যোদি আমরার এলাখার মাত বুযতে ফারোইন। সিলোটো এখটা শব্দোর লগে বোউত শব্দো আসে। ওউ বোইও সিলোট, মোলোইবাযারি, শুনামগঞ্জি ও হোবিগঞ্জি শব্দো আসে। সিলোটি কিসু শব্দো অস্তে অস্তে আরাই যাইবো। খতাটাইন যাতে আরি যায় না এর লাগি বোইটা তিআর খোরা। বোইটা ওবিদান (e-Dictionary) ওআয় যে শুবিদা আফেনরার ওইবো, আফেনরা খুব শহোযে খোতা হাযাইআ মাত সালাইআ যাইতে ফারবা, যেটায় শবোর উফোখার ওইবো।

আমরার সিলোটি বাশাত আরবি, উর্দু, ফারসি বাশার বেবোআর ওয় খুব। খারোন, শাহজালাল (রহঃ), শাহ পরান (রহঃ),সারাও আরো সুফি শাদখের সুআ থাখার লাগি।

হেশে এখটা খোতাই খোইমু, বাশা আমরার যেলানই ওউক লেকিআ রাখা দরখার। বাংলা বাশা ওইলো মিটা বাশা আর নিযোর এলাখার মাত, গিত আরো বালা লাগে। "আস সিলোটি ভাষাকে জাগিয়ে তুলি" বোইটার সিলোটি বাশায় "আও সিলোটি বাশারে যাগাই" আর আমি, হক্কোল বাশার মানুশ্রে দাওত দিআর সিলোটো। যেল্লা তারা বেরানিত আইবা, হিব্বার তান তানোর যিকাইবার দরখার ফর্তো নায় কুন শব্দোর কিতা মানে, খারোন আফেনর লোগে আসে সিলোটি বাশার ওবিদান। আমি দোইন্যোবাদ যানাই 'আমিন রহমান বাই' রে আমারে শুযুগটা আর উৎশাও দিবার লাগি। (source: Trilingual Siloti Dictionary)

বোই বিশোয়ে আলোসোনা

কাজী ফারিক উল হক

Let us revitalise the Siloti Dictionary

Trilingual Siloti Dictionary

হ্যালো, আশা খোরি, যেইন ফোর্রা তাইনোর খুব বালা এখটা দিন খাটের, যাই ওউক, আফনে আমারে ফারিক খোইআ ডাখতে ফারোইন, ফুরা নাম কাজী ফারিক উল হক, আমার বয়োশ আনুমানিক ১৪ বোত্শোর, (আমি বেশি কিচ্চু যানি না) আমি ফোরি STEMAYS-ও, আর আমি ক্লাস এইটো উটমু। ওহ, আমি খেনে টাইফ খোরতে আরোম্বো খোরসি ইক্টা খোইতে বুলি গেসি। আমি যনাব আমিনের শুন্দোর খায, "সিলোটি ডিকশোনারী" এর লাগি সুট্টো লেখা বোইটার উফ্রে থুরা লেখরাম।

আর টিক আসে, আমি যখোন ইক্টা ফরা আরোম্বো খোরি দিসি, তাইলে থুরা মাতি, আমি আমার যিবোনে যে ফরিমান খোতা খোইসি তারসে বেশি শব্দো ইকানো আসে, বোইটা কুব বালা বাবে লেখা ওইসে, আর আফনে কিতা যানোইন নি, আইযখাইল মাইনশে "সিলোটি" বাশারে শোত্যিই কুব বেশি ফাত্তা দেয় না, বোইটাতো খোওআ ওইসে আর আমিও মনে খোরি তারার উসিত, আমি খোইতে সাইরাম, ইটা এখটা বাংলা উচ্চারন তাকি বেশি। আমি বিশোয় তাকি বারাই যাইরাম। আমি যেতা খোইসলাম, বোইটা সুন্দর খোরি সম্পাদোনা খোরা ওইসে আর খায খোরা ওইসে, হক্কোলতা গুসাইআ হাযানি ওইসে, বিবিন্নো অংশোত আবার মানা ওইসে অনেক কিসু, আর আমি খোইতে সাইরাম ইকানো বোউত তোইত্তো আসে, আরেখটা যিনিশ আমি উল্লেক খোরতে সাই যে আফনেরা ফোয়লা তাকিই বোইটা ফোরসোইন, বইটাত সিলোটি নায় যারা তারার লাগি সিলোটি শব্দোর উচ্চারণ দেওআ ওইসে।

খোউআ ওইসে, ওউ বোইটা উতশোরগো খোরা ওইসে যনাব মোহাম্মদ আতাউল গোনি ওসমানী যেইন, ১৯৭১ শালো শাদিনোতা যুদ্দের শোমোয় নেতৃত্বো দিস্লা এরলাগি আমি তাইনরে খুব স্রোদ্দা খোরি।

আর অখোন আমি ওউ লেখা দিআ আমার আলোসোনা শেশ খোরমু।

ENGLISH

Stories

TIT FOR TAT

(An ancient folk tale narrated by Husne Jahan)

A poor old man lived in a village with his two sons, Hablu and Bablu. Besides his hut, he had just three other belongings: one cow, one coconut tree and one quilt.

One day he called his two sons to his bed and told them, " My dear sons, you know that no one lives for ever. My time has now come to leave this earth. I want you two to live together in this hut and share everything I have." After saying this the old man died.

When the sons buried their father, Bablu, the older brother told Hablu, "Look, let us share the three things father left for us. You take care of the front part of the cow and I shall look after her rear part. Then you look after the trunk of our coconut tree and I shall take care of the top. And as for the quilt, you use it during the day time and I shall use it at night."

Hablu accepted his brother's sharing ideas happily. Next morning, Hablu went to feed the cow with grass and hay. After some time, Bablu came and started milking the cow. Then he took the milk inside their room to drink. But he did not give any milk to Hablu.

Later in the morning, Hablu started cleaning the ground around the coconut tree. After sometime, Bablu climbed the tree, cut some ripe coconuts, came down with them and took them inside their room to eat the flesh and drink the coconut water. He did not offer any coconut to his brother.

As part of his duty, Hablu also brought out their quilt in the morning, dusted it and spread it on the rope to dry. Then in the evening he took it inside and spread it on the bed. When Bablu came in to sleep, he covered himself with the quilt and did not leave any part of it for Hablu to shield from the cold.

This kind of sharing continued for a few days. Hablu felt very unhappy as he could not have any milk, nor the coconuts, to eat and drink, nor have the quilt to cover in the nights.

Hablu then went to a wise man of the village for advice.

The next morning, when Bablu sat to milk the cow, Hablu started hitting the cow's head. The cow started kicking with her legs and Hablu could not milk the cow any more. When Bablu asked Hablu to stop hitting the cow, Hablu replied, "Why, this front part of the cow is my share. I can do what I like." Bablu understood Hablu's trick and said, " Ok, brother, from tomorrow, we shall share both the cow's work and its milk together." After that Hablu stopped hitting the cow.

Later in the day, when Bablu climbed up the coconut tree, Hablu went under it and started chopping its trunk with a curved knife. Bablu started shouting, "Hey, what are you doing? Don't do that. Don't you see,

I shall fall?" Hablu did not listen and went on hitting the tree with the knife and said, "Dear brother, the bottom of the tree is mine. So, I can do whatever I like with this part." Then Bablu understood Hablu's trick and said, " Ok, brother, from tomorrow, we shall share both the cleaning and the fruits together."

That night, when Bablu went to sleep and pulled the quilt to cover himself, he found it was fully wet and cold. He shouted, " Hey, what have you done to the quilt? Why is it wet? How can I cover myself with it?" Hablu replied, " Why, it was mine in the day time and I soaked it in water, but it hasn't yet dried. So, what can I do?"

Bablu then understood Hablu's trick and replied, " Ok, brother, I am sorry for being so selfish about everything. From tomorrow, we shall both clean and dry the quilt in the day time and cover both of us together with it in the night. "

So, Bablu and Hablu lived happily ever after.

The Wild Orchids in my Balcony

Mehreen Ahmed

The train from Dhaka stopped at the Alipur, Bhanugach station at midnight. I picked up my luggage and descended from the train. At the station, I saw a middle-aged man waiting for me with a small boy. As soon as they saw me, they walked towards me. It was a wintry night, and they were wrapped in blankets. Much of the night was covered in fog. We greeted one another with a salaam, as the man took my luggage and the boy ran along in front of us.

We came out of the station. A jeep stood outside in the parking lot and the boy beside it. The man started the jeep and drove it out onto the narrow roads. We were riding towards a village within the Maulvi Bazaar subdivision and by the Bhanugach station. In the pitch dark, there were no other lights on the street apart from the headlamp. The jeep took a turn and got off the main road onto the dirt road. This ride wasn't as smooth. Suddenly the ride was rough and bumpy. But it was short.

The jeep stopped in front of a bungalow-style white-washed house. This was my in-law's house that I was visiting. As soon as the jeep was parked, quite a few people came out and greeted me. They took me inside and I was led to a room that had comfortable seating arrangements. I was tired that night. I went to bed.

The next morning when I woke up, I realized that I had visited the most enchanting village. The house that I had stayed overnight was the main house. I came outside and walked along the path before me, and in front of me was another beautiful house--an outer house. The boy from the station was standing by this house. I smiled at him and asked him what this place was. He said it was the Tongi Ghor.

“Why was it not a part of the main house?”, I asked. He said this was separated from the main house because it had a purpose. The Tongi Ghor was where the former zamindars held court while their living quarters were in the main house. He also told me that the former zamindars had elephants and Chevrolet cars. The tax they collected arrived on the back of the elephants. I listened to this as though it were a fairy-tale from the past. But the boy assured me that it was no fairy tale.

The Tongi Ghor was fascinating. It was a timber building with a pointed metal roof. It had glass enclosures all around instead of

traditional walls, and it overlooked the village pond. It had a large open balcony, nestled by high trees. I sat on the balcony gazing at the morning mist over the rippled green waves of the pond. I had a desire to go for a walk through the village. I asked him if he would accompany me. As the mist lifted, the dirt paths became clearer by the Tongi Ghor as the vast expansive fields were now also visible. He agreed to give me a guided tour of the village.

We went to the Manipuri para, across the fields. The Manipuri para was a cultural revelation for me of the tribal Manipuri people. I noticed how clean their homes were. They were weavers who made Manipuri-style skirts and tops. I sat with some of them in the open courtyard, chatted, and ate village pithas. As we were about to leave, their hospitality touched me. They gifted me a full Manipuri skirt and a blouse, a dress which I treasured.

On our way home, I asked the boy about the many beautiful trees surrounding the Tongi Ghor. He told me the most spectacular story of wild orchids growing on the branches of the tall banyan trees. I wouldn't have believed it if I hadn't seen them myself. They were white colour--orchids, growing abundantly but rarely, as only specific trees would branch them.

I had half a mind to climb the tree to cut a few for my orchid collection back in Dhaka. But I thought it would be wiser if I could find an experienced tree climber. Who else? But this boy who, in all readiness, said to me that he wouldn't mind at all. I was apprehensive at first, seeing his small limbs barking up the tree. But he was up in a flash and was now waving at me from the treetop. He lopped a couple of white orchids off the branch and dropped the heavy lot on the ground where I was standing under the tree.

On his nimble feet, the boy climbed down in no time. He plopped on the ground without a bruise. We picked up the orchids with the gnarly roots snaking out. I already had made plans for them. I would bring them to Dhaka and press them onto dead branches hanging down my balcony rails. These orchids had aerial roots which would survive wonderfully with proper watering.

It was a two-day visit that ended soon. The same jeep brought me back to the station. I tipped the driver and the boy and boarded a Dhaka-bound train. I returned to Dhaka and couldn't wait to re-root the orchids.

I did exactly as I had planned. They were in my balcony flourishing beautifully and flowering on the dead branch of our city balcony flat. They reminded me of my visit to this magical place--Tongi Ghor, and the village pond.

Poetry

A bad day

Kazi Mahbubul Haque

Went to school
It was cool
Took no wool
Was such a fool.

Went to class
Without a mask
Why, was asked
Was taken to task.

Went to ground
Wanted to run
There was none
Had no fun.

Came back home
Wanted to wash
There was no foam
So wrote this poem.

Essays

The Trilingual Siloti Dictionary

Quazi Fariq Ul Huq

Hello there, hope the person reading this is having a wonderful day. Anyway, you can call me Fariq, the full name is Quazi Fariq Ul Huq. I am about 14 years old, (I don't know anymore). I study at STEMAYS, in year 8. Oh, and I forgot to mention why I started typing. I was writing a little book review to Mr. Amin's wonderful work, the “Siloti Dictionary",

And well, when I started reading it, let me tell you, there were more words in it than the amounts of words I have spoken in my life so far. The book was brilliantly written, and you know what, people don't really give the "Siloti" language much credit these days, which this book also says. And I think they should. Siloti is more than Bengali spoken in a different accent.

The book was magnificently edited and worked on, everything was organised in a well- mannered way, like in different parts for different stuff, as well as acknowledgements, and a lot, and I mean a lot of information is there. One other thing I'd like to mention is that you read the book from the start. There are pronunciations of Siloti words for non-Silotis.

This book was dedicated to Mr. Mohammed Ataul Goni Osmani, whom I respect a lot for leading the Bangladesh War of Liberation in 1971.

I will end my review on that note.

Excerpt from the Trilingual Siloti Dictionary

Amin Rahman

This is the second in our series of Traveller's Dictionaries for different regional languages of Bangladesh. The first one was about the Netrokonian language which was very well received by people both in Bangladesh and researchers overseas. This one is about the Sylheti language. The Sylhet division, where this language is spoken, is located in the north eastern parts of Bangladesh with Assam (India) on its north, and Tripura (India) on its south and east. It has four districts – Sunamganj and Sylhet on the north, and Habiganj and Moulvibazaar in the South.

First, we must make it clear that the name of the place where this language is spoken is Silot not Sylhet (Grierson, 1903; STAR, 2021; James & Sue Lloyd-Willams, 2002), which is the genuine and authentic name (James & Sue Lloyd-Willams, 2002, p2). It was originally called Srihotto; in course of time the /r/ sound possibly became /l/. It means beautiful land, which is true because of its many beautiful hills, valleys, rivers, bils, haors and tea gardens. The language spoken there is Siloti, and a person who comes from Silot and speaks the Siloti language is also called Siloti. The words Sylhet and Sylheti are the anglicised versions, which we will try to avoid in this book except when we are referring to other people's work. Note that I have spelled Silot with an "i" not "y" as Sylot as in (James & Sue Lloyd-Willams, 2002). The latter, I think, has a link with the anglicised word Sylhet. Also, "y" does not give the correct pronunciation of the word Silot. Siloti is not a dialect of Bangla. It is a language completely different from Bangla, which had its own written script called ***Siloti Nagari*** that is believed to be older than the Bangla script and goes back to 500 years. In this dictionary we shall not try to attempt at using the ***Siloti Nagari*** script as very few people would understand it. Instead, we will use the Bangla script but spell Siloti words phonetically so that a non-Siloti, like me, can get the correct pronunciations of Siloti words and phrases.

One Bengali researcher living in Bristol (England) says in his YouTube video on the ***History of the Sylheti Language*** (Chakraborty, 2019) that the Siloti language is older than Bangla. According to him, it travelled from Silot to Dhaka and then to Kolkata and, in many cases, Shadhu Bangla shows a close resemblance to Siloti. He gives the following example (written in non-phonetic Bangla script):

Siloti - ভাত খাইয়া আমার পেটে বেদনা হইল
Shadhu Bangla - ভাত খাইয়া আমার পেট বেদনা হইল
Chakraborty (2019)

Silotis use the Bangla script for writing letters, stories, poems, song lyrics etc. In their writing they use the Bangla sounds, not the Siloti sounds. For example, they write "চল" (tʃɒlo) meaning "let us go", and "ভাত" ($b^hat̪$) meaning "rice", although they pronounce these two words as "সলো" (sɒlo) and "বাত" respectively. When a Siloti reads the word "চল" (tʃɒlo) and says it aloud, he will do an internal conversion of the /চ/ (/tʃɒ/) sound to the /স/ (/sɒ/) sound and pronounce the word as "সলো" (sɒlo). But when a non-Siloti, like someone from Kushtia, reads "চল" (tʃɒlo) in a Siloti book, he will not do the conversion, and will pronounce it like the Bangla word "চল" (tʃɒlo). To help such non-Siloti people pronounce Siloti words correctly, we have transliterated all Siloti words in phonetic

Bangla. Both Silotis and Non-Silotis may spend some time to get familiar with such phonetic spelling as used in this dictionary. We hope that in time Silotis will stop writing Siloti using Bangla spelling and start writing it using phonetic Bangla as used in this dictionary. To facilitate this further, we have decided to start a quarterly magazine named "হাতখোরা" (hatxora) where all Siloti text will be written using phonetic Bangla. This will enable non-Silotis to read and enjoy the contents of the magazine and learn Siloti.

Rabindranath found Manipura dance and Mojtaba Ali in Sylhet

Dilruba Shahana

Once poet Rabindranath Tagore came to Sylhet. At that time Sylhet was part of Assam, not Bengal. He received an invitation to visit Sylhet when he was in Shillong, which is not far from Sylhet, which was also in Assam. In the beginning, the poet was not keen to visit Sylhet as the journey from Shillong to Sylhet was not easy. But the people of Sylhet were not giving up the idea of having a Nobel laureate as their guest. Sylhet is an interesting place as it attracts people like mystic figure Hazrat Shahjalal, and renowned traveller Ibn Batuta. Rabindranath loved traveling too; he visited 35 countries of the world. Ultimately, his wanderlust won and he came to Sylhet. People of Sylhet, irrespective of their social status, and religion, were delighted to see the poet. Sylheti people organised more than one gorgeous reception in the poet's honour.

Rabindranath always found and brought interesting things from the places he visited. He had the ability to find invaluable gems in ashes even as he wrote

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন

(Wherever you will find ash, search inside you may find some priceless gems)

His visit to Sylhet took place a hundred years ago. People still enjoy the things the poet found and collected in Sylhet. The Manipuri dance and the author Sayed Mojtoba Ali were findings of Tagore. Till today, these two gens keep entertaining people from different places and strata. Manipuri dance is a slow-motion dance of the tribal people of the hilly area of Sylhet. Manipuri dance performance was presented in front of him during his visit to Sylhet. Instantly he fell in love with this art form.

During Rabindranath's visit to Sylhet, Syed Mojtaba Ali was a school-going boy. That boy wrote a letter to the poet. The exchange of letters started between them which brought them close to each other. Mojtoba Ali finally ended up in Shantiniketan. After completing his studies at Shantiniketan, he went to Germany for further studies where he learned German and other languages and thus became multilingual. After his return he taught at Shantiniketan. In course of time, one of the poet's collections from Sylhet, Sayed Mojtoba Ali, became a renowned author. People love to read his writings even today.

To teach Manipuri dance at Shantiniketan, the poet employed a dance teacher from Moulvi Bazar, and since then on different occasions, Manipuri dance formed a regular part of the cultural presentations, not only in Sylhet but the greater part of this region.

Notice

SOAS সিলেটী Sylheti Project
Camden সিলেটী Sylheti Project
Sylheti Language Society
A collaborative learning-teaching environment
2nd free online lesson group
INTRODUCTION to the
SILOTI/SYLOTI NAGRI script
(some prior knowledge of the Sylheti language necessary)
starts
Monday 28 Feb. 2022
(11am London - 12pm Paris)
sylhetiproject@soas.ac.uk
Email to be added to the mailing list!
SOAS University of London -
Russell Square (Tube station) -
London WC1H 0XG
Register at soasunion.org
sylhetiproject.wordpress.com
Twitter: @SylhetiProject
Instagram: sylhetiproject
Facebook page: SOAS Sylheti Language Society
Facebook group: Sylheti Project - SOAS in Camden

HATXORA – Eid Day Issue (July, 2022)

For the next issue of Hatxora magazine we want writings in Siloti, Bangla or English, suitable for children, which fall under the following categories:

1. Short stories (fiction and non-fiction)
2. Travel stories
3. Poetry
4. Jokes
5. Recipes
6. Articles
7. Original photos
8. Puzzles
9. Letters to the Editor
10. Siloti news and views

Send your contributions to Editor FaridFatema08@gmail.com All contributions must have the name, address, email number, and contact phone number.